তারিখ 13 JUL 2013
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

দৈনিক
ইনকিলাব

চরফ্যাশনে ২৭ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি

শিক্ষক-কর্মচারীদের মানবেতর দিনযাপন

চরফ্যাশন (ভোলা) থেকে এম আমির হোসেন

১০-১৫ বছর ধরে পাঠদান করছেন

দীর্ঘ এক যুগেও পাঠদান ও ভাল ফলাফল করেও চরফ্যাশন উপজেলায় ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও-ভুক্ত না হওয়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ শতাধিক শিক্ষক/কর্মচারীর পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা কোথাও কোথাও ১০-১৫ বছর ধরে পাঠদান করে আসছেন। এ অবস্থায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এ বাজারে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এ উপজেলায় ৪টি কলেজ, ১৫টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি দাখিল মাদ্রাসা ও স্তর পরিবর্তনের আবেদিত ৩টি আলিম মাদ্রাসা ও ১টি কামিল মাদ্রাসা সরকারি নীতিসহ সব শর্ত পূরণ করলেও এমপিওভুক্ত হচ্ছে না।

নব্বইয়ের দশক থেকে এ উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গড়ে উঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সব শর্ত পূরণ করেছে। এমপিওভুক্ত না হওয়ায় অনেকে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য পেশায় যোগ দিয়েছেন। যারা কর্মরত আছেন তারা সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতা না পেলেও এখনো এমপিওভুক্ত হওয়ার আশায় কাজ করে যাচ্ছেন। এমপিওভুক্ত না হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো নূরাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জালাল আহাম্মেদ কলেজ, উত্তর মাদ্রাজ বি.এম কলেজ, নতুন প্রতিষ্ঠিত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম কলেজ ও বেগম রহিমা ইসলাম কলেজ, ফরিদাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক, আহাম্মদপুর মডেল নিম্ন মাধ্যমিক, হাওলাদার হাট নিম্ন মাধ্যমিক, আবুবকরপুর নিম্ন মাধ্যমিক, মিনাবাজার নিম্ন মাধ্যমিক, শৌরক্ষেত্র মডেল নিম্ন মাধ্যমিক, শাহীন মেমোরিয়াল বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক, কবি নজরুল নিম্ন মাধ্যমিক, গফুরপুর নিম্ন মাধ্যমিক, সুলতান মিয়ারহাট নিম্ন মাধ্যমিক, হাজারীগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক, রসুলপুর নিম্ন মাধ্যমিক, সুলতান আহাম্মেদ প্রিপারেটরী বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক, পূর্ব এওয়াজপুর মজিদিয়া দাখিল, দক্ষিণ চরফ্যাশন মহিলা দাখিল, চরশশীভূষণ হোসাইনিয়া দাখিল, আমিনাবাদ দাখিল মাদ্রাসা, স্তর পরিবর্তনের আবেদিত পশ্চিম জিন্নাগড় নূরীয়া আলিম, চরনুরুল আমিন সিদ্দিকিয়া আলিম, পূর্ব ওমরাবাজ মুসুল্লিয়া আলিম ও তরিমজান মহিলা কামিল মাদ্রাসা। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই অনুমোদন পেয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। নন-এমপিওভুক্ত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করছে অথচ আজো এমপিও ভুক্ত হয়নি। প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি হবে না, করে দিবেন এমন আশায় আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলে দলে সুবিধাভোগী কিছু প্রতিষ্ঠান প্রধান বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদিলেও এখন তারা সবই হারিয়েছেন বলে মন্তব্য ঐসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহকারী শিক্ষক/কর্মচারীরা। উত্তর মাদ্রাজ বিএম কলেজের অধ্যক্ষ মীর শহীদ হোসাইন জানান, গত ৮/১০ বছর ধরে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতন না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বর্তমান উর্ধ্বমূল্যের বাজারে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এ বছর তার প্রতিষ্ঠান শতভাগ ফলাফল করেও এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। নূরাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া জানান, বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বেতন-ভাতা না হলেও এমপিওভুক্তির আশায় আজো পাঠদান করে আসছে। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আবুল খায়ের জানান, দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ কর্মচারীরা অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।